জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ খোলা হোক

গত শিক্ষাবর্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ৪টি বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ছাত্র ভর্তি করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আধুনিক যুগোপযোগী ও চাহিদাসম্পন্ন বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী এ ৪টি বিভাগ খোলা হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এর মধ্যে একমাত্র 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিভাগ ব্যতীত বাকী ৩টি বিভাগই বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য।

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইন একটি চাহিদাসম্পন্ন সাবজেক্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগ নেই। প্রতি বছর এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে যে ক'জন ছাত্র পাস করে বের হয় তার এক বৃহৎ অংশই বিসিএস (বিচার), বিসিএস (প্রশাসন), বিসিএস পুলিশে চান্স হয় এবং আরেকটি অংশ আইন বিষয়ে বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভের স্কলারশিপ পেয়ে যায়। এ ছাড়াও বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ব্যতীত বিসিএস-এর অন্য সকল বিভাগসহ অন্যান্য সাধারণ কর্মসংস্থান তো রয়েছেই। কিছু না হলেও শেষ পর্যন্ত কোর্টে প্র্যাকটিস করার সুযোগটুকুতো হাতে থাকছেই। এ সকল দিক বিবেচনা করে বলা যায়, আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।

অথচ উপরোক্ত ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বাকী ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশের শেষ ৩ প্রান্তে। রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং দেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী। এটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্পও বলা যায়। অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নেই। রাজধানী ঢাকায় থেকে একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোথাও আইনে স্নাতক (সম্মান) কোর্স করার সুযোগ নেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে চাপ কমানো।

তাই এসব দিক বিবেচনা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও একাডেমিক কমিটিকে বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

–এহসানুল হক খান আশিষ,
গ্রাম- কৃপালপুর, ডাক- কুমিরাদহ,
শৈলকুপা, ঝিনাইদহ-৭৩২১।

দৈনিক বাংলার বাণী

তারিখ ... ... DEC 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...